যুগান্তর

তারিখ 02 MAR 2014
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত হলেও বাড়েনি সুবিধা : ব্যাহত পাঠদান

ইসাহক আলী রাজু, *গুরুদাসপুর থেকে*

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার নগর ইউনিয়নের মশিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানে উন্নীত করার দুই বছরেও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে নির্বাচিত স্কুলটিতে পাঠদান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ২০১৩ সালে নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে অষ্টম শ্রেণী খোলার লক্ষ্যে আপগ্রেড করে ষষ্ঠ শ্রেণী খোলা হয়। তার ধারাবাহিকতায় এ বছর অষ্টম শ্রেণীর পাঠদান শুরু হয়েছে। মোট শিক্ষার্থী প্রাথমিকে ৩১৮ জন, নিম্ন মাধ্যমিকে ৮৬ জন। আপগ্রেড করার আগে এখানে শ্রেণী কক্ষ ছিল চারটি। আপগ্রেড করার পরে এ বছর শ্রেণী সংখ্যা তিনটি বেড়েছে কিন্তু বাড়েনি শিক্ষক, শ্রেণী কক্ষ ও চেয়ার-বেঞ্চের সংখ্যা। প্রধান শিক্ষক আবুল বাছেত বলেন, নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে প্রাথমিক হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। তার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে উপজেলার প্রথম বিদ্যালয় হিসেবে এখানে ষষ্ঠ শ্রেণী খোলা হয়। নতুন নীতিমালায় মাধ্যমিকের প্রতি শ্রেণীর জন্য দু'জন করে বিএডধারী অতিরিক্ত শিক্ষক দেয়ার কথা থাকলেও একজনও দেয়া হয়নি। আবার নতুন শ্রেণী খোলা হলেও শ্রেণী কক্ষ তথা নতুন ভবন দেয়া হচ্ছে না। মাধ্যমিকে পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের কোনো প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। উপবৃত্তি দেয়া হয় না। সরেজমিন স্কুলটিতে গিয়ে দেখা গেছে, প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা মাঠে, চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বারান্দায় বসে ক্লাশ করছে। ৬ষ্ঠ-সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা ভেতরে ক্লাশ করছে। প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থী ভদি খাতুন জানায়, মাঠে বসে ক্লাশ করতে ভালো লাগে না শীত লাগে। পঞ্চম শ্রেণীর শিমলা বলে, বারান্দায় বসে বসে পড়তে কষ্ট হয়। আবার বেশি শীত, ঝড়-বৃষ্টি হলে আর ক্লাশ হয় না। সপ্তম শ্রেণীর সুমি খাতুন বলে, সরকারি স্কুল বলে অনেক আশা নিয়ে এখানে ভর্তি হয়েছিলাম। এখন দেখছি ভুল করেছি। কারণ শিক্ষক, বেঞ্চ, কক্ষ সংকটের সঙ্গে উপবৃত্তি না পাওয়ার কষ্ট যোগ হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর রাহুল ও মৌসুমী জানায়, শিক্ষকদের ভালো বাসার কারণে বিদ্যালয় ছেড়ে যেতে পারছি না। এ অবস্থা চলমান থাকলে আগামীতে আর কেউ এখানে ভর্তি হবে না। সরকারি স্কুল হলেও এখানে তার কোনো সুবিধাই নাই। অথচ বেসরকারি হাইস্কুলে শিক্ষক বেশি, ক্লাশ রুমের সংকট নেই, উপবৃত্তি পাওয়া যায়। স্কুল সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৯টায় শিশু, প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম মোট ছয়টি শ্রেণীর ক্লাশ শুরু হয়। দুপুর ১২টায় শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় এই তিনটি শ্রেণী ছুটি হয়ে যায়। পরে সেখানে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাশ শুরু হয়। ফলে বরাবর দুইটি ক্লাশ বাইরে নিতে হয়। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষকের পদ সংখ্যা সাত জনের, শিক্ষকও আছেন সাত জন তবে একজন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে। তাই শিক্ষক সংকটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক পাঠদান। এখানে বিভিন্ন সময় বিএডধারী শিক্ষকদের পদায়ন করা হলেও জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে তদবির করে শেষ পর্যন্ত তারা আর যোগদান করেন না। আবার মাধ্যমিক পর্যায়ে সৃজনশীল পাঠদান হলেও এখানে কোনো শিক্ষককে সেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। অপরদিকে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তির ব্যবস্থা চালু আছে কিন্তু আপগ্রেড করা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখানও উপবৃত্তি চালু হয়নি। ফলে এ বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির আগ্রহ হারাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। সহকারী শিক্ষক সৈইমুদ্দিন খান বলেন, বিদ্যালয় আপগ্রেড হওয়ায় আমাদের নিয়মিত বেশি ক্লাশ নিতে হয়। এর জন্য অতিরিক্ত কোনো সুবিধা পাই না। আবার মাধ্যমিকের সৃজনশীল পাঠ্যসূচি বিষয়ে আমাদের কোনো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। অন্য শিক্ষকদের কাছে শুনে আর নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পড়াতে হচ্ছে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আবদুস সালাম বলেন, শিক্ষক, কক্ষ আর উপবৃত্তির জন্য শিক্ষা অফিসসহ বিভিন্ন দফতরে ধরনা দিয়েও কোনো ফল হচ্ছে না। এ অবস্থার সমাধান না হলে আগামীতে এখানে ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী ধরে রাখা সম্ভব হবে না। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সিরাজুম মনিরা বলেন, মশিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে। বড়াইগ্রাম মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনোয়ারুল হক চৌধুরী বলেন, আপগ্রেড হওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও উপবৃত্তি চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বড়াইগ্রামের মশিন্দা প্রাথমিক বিদ্যালয়